প্রথম আলো

তারিখ 16 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

হবিগঞ্জে অবৈধভাবে চলছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

হাফিজুর রহমান, হবিগঞ্জ ●

অনুমোদন ছাড়াই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হবিগঞ্জে শাখা ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী এ বিষয়টি না জেনেই এখানে ভর্তি হচ্ছেন।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, শাখা ক্যাম্পাস খোলার কোনো বৈধতা নেই। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তালিকায় ও ওয়েবসাইটে হবিগঞ্জে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্যাম্পাসের অস্তিত্ব নেই।

এলাকার লোকজন জানান, হবিগঞ্জ শহরের পুরাতন হাসপাতাল (সবুজবাক) এলাকায় এসএমজি কমপ্লেক্সের তৃতীয় তলায় ২০১১ সাল থেকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হবিগঞ্জ ক্যাম্পাস চালু হয়। এ ক্যাম্পাসের অধীনে ইংরেজি ও ইসলামি স্টাডিজে বি এ এবং এম এ পড়ানো হয়। এ ছাড়া বিবিএ, এমবিএ, এলএলবি, এলএলএম, বিএড, এমএড এবং ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিষয়ের ওপর প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এ কে এম জহিরুল হক সপ্তাহে দুই দিন (শুক্র-শনি) আসার কথা থাকলেও তিনি সে রকম আসেন না বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দুজন সহকারী জজ ও সরকারি কয়েকটি কলেজের শিক্ষকেরা এ ক্যাম্পাসে পাঠদান করছেন—এ রকম প্রচারণা করে শিক্ষার্থীদের এখানে ভর্তি করা হয়। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এখানে কোনো সহকারী জজ পাঠদান করেন না। তবে সরকারি কলেজের দু-একজন শিক্ষক পড়ান। এ ছাড়া এ ক্যাম্পাসের জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তার দায়িত্বে আছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী ও হবিগঞ্জ-৪ আসনের সাংসদ এনামুল হক মোস্তফা শহীদের ছোট ভাই মঞ্জুরুল হক।

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অবৈধ' হবিগঞ্জ ক্যাম্পাস। সম্প্রতি তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সম্প্রতি ক্যাম্পাসে গিয়ে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বিবিএ ও এলএলবির। এ সময় নাঈম নামের এক শিক্ষার্থীকে এ ক্যাম্পাসের বৈধতার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করেন। তিনি জানান, তাঁর এক বন্ধু এক লাখ ৪৬ হাজার টাকায় বিবিএতে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে তিনিও ভর্তি হন।

এ কে এম জহিরুল হকের দাবি, উচ্চ আদালতে রিট আবেদনের মাধ্যমে ২০০৬ সাল থেকে একমাত্র তারাই দেশে ২৯টি শাখা ক্যাম্পাস পরিচালনা করছেন। ইউজিসির তালিকায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের হবিগঞ্জ ক্যাম্পাসের নাম না থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এদের কাছে আমাদের কোনো শাখার নাম নেই।'

হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার বলেন, 'বিষয়টি আগে আমাকে কেউ জানাননি। এখন খোঁজ নিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'